দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 18 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

মানসম্মত শিক্ষা ও মডেল স্কুল প্রসঙ্গে

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মানসম্মত করে পুনর্গঠনের কথা বলা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মৌল কাঠামো এখনো অপরিবর্তিত রেখে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু অদল-বদল এবং স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সর্বশেষ ডিভিশন থেকে গ্রেডিং সিস্টেমে মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালুর মধ্যেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়াস বলতে গেলে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মানের ক্রমাবনতি এবং পরবর্তীতে শিক্ষাঙ্গনে বেড়ে ওঠা বৈষম্য এখন জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। সরকারের শিক্ষানীতির দুর্বলতার সুযোগে সারাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রচুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য আরো বেড়েছে। সীমিত আয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সন্তানের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। একদিকে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, অন্যদিকে বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে ওঠা মানসম্মত কিছুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়-ভার- এ দুটোই তাদের জন্য সংকট সৃষ্টি করেছে। সারা দেশে অর্ধ-লক্ষাধিক সরকারী ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও এদের শিক্ষার মান কোনোভাবেই আশানুরূপ নয়। বিশেষ করে প্রয়োজনীয় শিক্ষক সমস্যা ও ভৌত অবকাঠামোর অভাব শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিকেই নড়বড়ে করে দিচ্ছে। সরকারী স্কুলের অপ্রতুলতা এবং মানহীনতার সুযোগ নিয়ে মানসম্মত শিক্ষার কথা বলে সারা দেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য প্রিপারেটরী ও কিন্ডারগার্টেন ধরনের স্কুল। পাশাপাশি ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে বেসরকারীভাবে গড়ে ওঠা কিছুসংখ্যক মাধ্যমিক স্কুল এখন নামীদামী স্কুল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং বছরের শুরুতে এসব স্কুলে ভর্তির জন্য রীতিমত ভর্তিযুদ্ধ বেধে যেতে দেখা যায়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং কথিত নামীদামী স্কুলে ভর্তি প্রতিযোগিতা কমিয়ে আনতে সরকার সারা দেশে কয়েকশ' মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। গতকাল একটি দৈনিক পত্রিকার খবরে জানা যায়, দেশের ৩২৬ উপজেলায় অন্তত একটি করে মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় চলতি বছরের মধ্যে ৬০টি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আগামী ২ বছরের মধ্যে অন্তত ২১০টি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের কথাও জানা যায়। উপজেলা সদরের ২ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত কোন একটি বেসরকারী বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলের জন্য বেছে নেয়া হবে। শর্ত হিসেবে বিদ্যালয়টির উপজেলা শহরের সেরা স্কুল হিসেবে পরিচিতি থাকতে হবে, পাশাপাশি স্কুলের পর্যাপ্ত নিজস্ব ভূমি, স্থাপনা ও জনবল, এমপিওভুক্ত শিক্ষক এবং এসএসসি পরীক্ষায় গড় পাসের হার ন্যূনতম ৩০ ভাগের উপরে এবং সহশিক্ষা থাকতে হবে। বাছাইকৃত স্কুলে উন্নততর বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাবরেটরী এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে স্কুল-ভবনের সম্প্রসারণ করা হবে বলেও জানা যায়। মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্মত স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘ দিনের। মডেল স্কুল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেই অভাব কিছুটা পূরণ হতে পারে। তবে দেশের হাজার হাজার স্কুলের শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা শিক্ষার মানোন্নয়নে খুব বেশী ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশা করা যায় না।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন একটি ব্যাপকভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সাপেক্ষ বিষয়। প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে একই মানের এবং সকলের সেই শিক্ষা গ্রহণের সম-সুযোগ সম্পন্ন শিক্ষা প্রবর্তন করাই এই মুহূর্তে সরকারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য এবং কিছুসংখ্যক নামীদামী স্কুল ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোপলি বন্ধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করতে হবে। বৃহত্তর জনসমাজকে মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে কিছুসংখ্যক সৌভাগ্যবান মানুষের জন্য মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করার পথ তৈরী করার মাধ্যমে শিক্ষার বৈষম্যকেই বাড়িয়ে দেয়া হয়। দেশে হাজার হাজার সরকারী ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও অবকাঠামো নেই। সাম্প্রতিক সময়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা যায়। বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার পেছনে শিক্ষার্থীর পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা, অসচেতনতা এবং শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বহীন ভূমিকাও অনেকাংশে দায়ী। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের স্বার্থে এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখেই পদক্ষেপ নিতে হবে। কয়েক মাস আগে একটি গোলটেবিল বৈঠকে শিক্ষার মানোন্নয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা বাড়ানোর একটি প্রস্তাব উঠে এসেছিল, স্থানীয় নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা এবং শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিক্ষার মনোন্নয়ন সম্ভব বলে মনে করেন বিশিষ্ট নাগরিকরা। উপজেলা শহরের শ্রেষ্ঠ স্কুল নয়, বরং সবচে' মানহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে এর সার্বিক মানোন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া হলে সেটিই বেশী ফলদায়ক প্রভাববিস্তারীও হতো বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র জীবনের ভিত্তি রচনা করে থাকে, সুতরাং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ঝরেপড়া রোধ করার প্রতি আরো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী পিইডিপি-২ কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরো ত্বরান্বিত করতে হবে।